أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/প)

www.motaher21.net

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَآفَّة

হে মুমিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।

O you who believe! enter into Islam whole-heartedly;

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২০৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২০৯

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

তোমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হিদায়াত এসে গেছে তা লাভ করার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখো আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

২০৮ থেকে ২০৯ নং আয়াতের তাফসীর:

পুরোপুরি ইসলামে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে

মহান আল্লাহ্ তাঁর ওপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণকে ও তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সত্যতা স্বীকারকারীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাঁর সমস্ত নির্দেশ মেনে চলে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকে ও পূর্ণ শারী ‘আতের ওপর ‘আমল করে। আল ‘আউফী (রহঃ) বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , তাঊস (রহঃ) , যাহহাক (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , সুদ্দী (রহঃ) এবং ইবনু যায়দ (রহঃ) বলেছেন যে, سِلْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইসলাম। (তাফসীর তাবারী ৪/২৫২, তাফসীর ইবনু আবী হাতিম২/৫৮৪-৫৮৫) ভাবার্থ আনুগত্য ও সততাও হতে পারে। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) , আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , রাবী ‘ ইবনু আনাস (রহঃ) , সুদ্দী (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হিব্বান (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) তাদের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, كافة শব্দের অর্থ হচ্ছে, ‘সবকিছু’ ও ‘পরিপূর্ণ’ । (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৫৮৬-৫৮৮) বিভিন্ন মহান ব্যক্তি যারা ইয়াহূদী হতে মুসলিম হয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট তারা আবেদন জানিয়েছিলেন যে, তাদেরকে যেন শনিবার উৎসবের দিন হিসেবে পালন করার ও রাতে তাওরাতের ওপর ‘আমল করার অনুমতি দেয়া হয়। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে বলা হয়, ইসলামের নির্দেশাবলীর ওপরেই ‘আমল করতে হবে। কিন্তু এখানে ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) নাম ঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, তিনি উচ্চ স্তরের পণ্ডিত ছিলেন এবং পূর্ণ মুসলমান ছিলেন। তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে, শনিবারের মর্যাদা রহিত হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে শুক্রবার ইসলামের উৎসবের দিন হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং এটা অসম্ভব কথা যে, এরূপ অভিলাসের ওপর তিনি অন্যদের সাথে হাত মিলাবেন।

কোন কোন তাফসীরকারক كافة শব্দটিকে حال বলেছেন। অর্থাৎ তোমরা সবাই ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। কিন্তু প্রথম উক্তিটি অধিকতর সঠিক। অর্থাৎ তোমরা সাধ্যানুসারে ইসলামের প্রত্যেক নির্দেশ মেনে চলো। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আহলে কিতাব ইসলাম গ্রহণের পরেও তাওরাতের কতোগুলো নির্দেশ মেনে চলতো। তাদেরকেই বলা হচ্ছে ‘দ্বীনে মুহাম্মাদী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর’ মধ্যে পুরোপুরি এসে যাও। এর কোন ‘আমলই পরিত্যাগ করো না। তাওরাতের ওপর শুধু ঈমান রাখাই যথেষ্ট।

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ ﴿وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾

‘আর শায়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ মহান

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেনঃ

﴿اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

‘সে তো শুধুমাত্র তোমাদেরকে আদেশ করে শায়তানী ও অশ্লীল কাজ করতে এবং মহান আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা যা জানো না তা বলতে।’ (২নং সূরাহ্ বাকারাহ, আয়াতা নং ১৬৯) এবং

﴿اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ﴾

‘সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়।’ (৩৫নং সূরাহ্ ফাতির, আয়াত নং ৬) আর এ জন্যই বলা হয়েছে যে, اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ‘সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ এরপরে বলা হচ্ছেঃ

﴿فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

‘প্রমাণ জেনে নেয়ার পরেও যদি তোমরা সত্য হতে সরে পড়ো তাহলে জেনে রেখো যে, মহান আল্লাহ্ প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত।’ না তাঁর থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে, আর না তাঁর ওপর কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তিনি তাঁর নির্দেশাবলী চালু করার ব্যাপারে মহা বিজ্ঞানময়। পাকড়াও করার কাজে তিনি মহান পরাক্রশালী এবং নির্দেশ জারী করার কাজে তিনি মহা বিজ্ঞানময়। তিনি কাফিরদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী এবং তাদের ওযর ও প্রমাণ কর্তন করার ব্যাপারে তিনি নৈপুণ্যের অধিকারী।

অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যতিক্রম ও সংরক্ষন ছাড়াই, কিছু অংশকে বাদ না দিয়ে এবং কিছু অংশকে সংরক্ষিত না রেখে জীবনের সমগ্র পরিসরটাই ইসলামের আওতাধীন করো। তোমাদের চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, আচরণ, ব্যবহারিক জীবন, লেনদেন এবং তোমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিসরকে পুরোপুরি ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আনো। তোমাদের জীবনের কিছু অংশে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলবে আর কিছু অংশকে ইসলামী অনুশাসনের বাইরে রাখবে, এমনটি যেন না হয়।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা সকল মু’ মিনকে ইসলামে পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন- সর্বক্ষেত্রে যাবতীয় বিধান যথাসম্ভব পালন ও সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার মাধ্যমে।

এ আয়াতে দীনের নামে বিদআত তৈরি করার বিষয়টি যেমন খণ্ডন করা হয়েছে তেমনি ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীদের মতবাদও খণ্ডন করা হয়েছে।

যারা ইসলামকে সর্বত্র গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত আমল বা মাসজিদ কেন্দ্রীক ইবাদতে সীমাবদ্ধ করতে চায়, সকল ময়দান থেকে ইসলামকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুসরণ করে রাজনীতি, অর্থনীতি, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসদকে ইসলাম মুক্ত করতে চায় এবং সাধারণ জনগণকেও এরূপ বুঝাতে চেষ্টা করে তাদেরকে শয়তানের পথ অনুসরণ করতে আল্লাহ তা ‘আলা নিষেধ করছেন। তাদেরকে অবশ্যই জেনে রাখা দরকার ইসলাম শুধু মাসজিদেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম প্রযোজ্য এবং একজন মুসলিমের জীবনের একমাত্র সংবিধান।

অতএব হে ঈমানদারগণ শয়তান চায় ইসলাম বিরোধী কর্ম ও পন্থাকে লোভনীয় ও শোভনীয় করে তোমাদের কাছে তুলে ধরে ঈমানকে হরণ করে নিতে।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّنْکَ اِنِّیْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ)

“তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত- যে মানুষকে বলে: কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।” (সূরা হাশর ৫৯:১৬)

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২১০

هَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ یَّاْتِیَهُمُ اللّٰهُ فِیْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓئِکَةُ وَ قُضِیَ الْاَمْرُ وَ اِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

(এই সমস্ত উপদেশ ও হিদায়াতের পরও যদি লোকেরা সোজা পথে না চলে, তাহলে) তারা কি এখন এই অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছায়া দিয়ে ফেরেশতাদের বিপুল জমায়েত সঙ্গে নিয়ে নিজেই সামনে এসে যাবেন এবং তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে? সমস্ত ব্যাপার তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই সামনে উপস্থাপিত হবে।

২১০ নং আয়াতের তাফসীর:

ঈমান আনার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয়

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ধমক দিয়ে বলেছেন যে, তারা কি কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে দিন সত্যের সাথে ফায়সালা হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿۲۱﴾ وَّ جَآءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿۲۲﴾ وَ جِایْٓءَ یَوْمَىٕذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ۬ یَوْمَىٕذٍ یَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿۲۳﴾

‘এটা সঙ্গত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও সমুপস্থিত হবে, সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে?’ (৮৯নং সূরাহ্ ফজর, আয়াত নং ২১-২৩)

অন্য স্থানে রয়েছেঃ

هَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِیَهُمُ الْمَلٰٓىٕكَةُ اَوْ یَاْتِیَ رَبُّكَ اَوْ یَاْتِیَ بَعْضُ اٰیٰتِ رَبِّكَ

‘তারা কি শুধু এ প্রতিক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে ফিরিশতা আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রাব্ব আসবেন? অথবা তোমার রাবের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে?’ (৬নং সূরাহ্ আন ‘আম, আয়াত নং ১৫৮)

ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) এখানে একটি দীর্ঘ হাদীস এনেছেন যার মধ্যে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) । মুসনাদ ইত্যাদির মধ্যে এই হাদীসটি রয়েছে। এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যখন মানুষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে তখন তারা নবী (আঃ) দের নিকট সুপারিশের প্রার্থনা জানাবে। আদম (আঃ) থেকে নিয়ে এক একজন নবীর কাছে তারা যাবে এবং প্রত্যেকের কাছে পরিষ্কার জবাব পেয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু যখন তারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দরবারে আসবে তখন তিনি উত্তর দিবেন, আমি প্রস্তুত আছি। আমিই তার অধিকারী। অতঃপর তিনি যাবেন এবং ‘আরশের নীচে সাজদায় পড়ে যাবেন। তিনি মহান আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করবেন যে, তিনি যেন বান্দাদের ফায়সালার জন্য আগমন করেন। মহান আল্লাহ্ তার সুপারিশ কবূল করবেন এবং মেঘমালার ছায়াতলে সমাগত হবেন। দুনিয়ার আকাশও ফেটে যাবে এবং তার সমস্ত ফিরিশতা এসে যাবেন। অতঃপর দ্বিতীয় আকাশটিও ফেটে যাবে এবং এ আকাশের ফিরিশতাগণও এসে যাবেন। এভাবে সাতটি আকাশই ফেটে যাবে এবং সেগুলোর ফিরিশতাগণও এসে যাবেন। এরপর মহান আল্লাহ্র ‘আরশ নেমে আসবে এবং সম্মানিত ফিরিশতাগণ অবতরণ করবেন এবং স্বয়ং মহা শক্তিশালী আল্লাহ্ আগমন করবেন। সমস্ত ফিরিশতা তাসবীহ পাঠে লিপ্ত হয়ে পড়বেন। সেই সময় তারা নিম্নলিখিত তাসবীহ পাঠ করবেনঃ

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الذِي لَا يَمُوتُ، سُبْحَانَ الذِي يُمِيتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوتُ، سُبّوح قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ، سُبْحَانَ رَبِّنَا الْأَعْلَى، سُبْحَانَ ذِي السُّلْطَانِ وَالْعَظْمَةِ، سُبْحَانَهُ أَبَدًا أَبَدًا.

অর্থাৎ সাম্রাজ্য ও আত্মার অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সম্মান ও অসীম ক্ষমতার অধিকারীর প্রশংসা কীর্তন করছি। সেই চিরঞ্জীবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁরই গুণগান করছি যিনি সৃষ্টজীবসমূহের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন এবং তিনি নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হোন না। ফিরিশতা ও আত্মার প্রভুর তাসবীহ পাঠ করছি। আমাদের বড় প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সাম্রাজ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীর আমরা গুণকীতন করছি। সদা সর্বদা তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (সনদটি য ‘ঈফ। তাফসীর তাবারী -৪/২৬৬-২৬৮)

হাফিয ইবনু আবূ বাকর মিরদুওয়াই (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে অনেক হাদীস এনেছেন সেগুলোর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি এই যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، قِيَامًا شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، يَنْتَظِرُونَ فَصْل الْقَضَاءِ، وَيَنْزِلُ اللَّهُ فِي ظُلَل مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ.

‘মহান আল্লাহ্ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে ঐ দিন একত্রিত করবেন যার সময় নির্ধারিত রয়েছে। তাদের দৃষ্টিগুলো আকাশের দিকে থাকবে। প্রত্যেকেই ফায়সালার জন্য অপেক্ষমান থাকবে। মহান আল্লাহ্ মেঘমালার ছত্র-ছায়ায় ‘আরশ হতে কুরসীর ওপর অবতরণ করবেন। (সনদটি হাসান। আল উলু ‘ লিয যাহাবী-১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস-৬৯, আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়িদ-১০/৩৪০)

ইবন আবী হাতিম (রহঃ) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) সূত্রে বলেন যে, যে সময় তিনি অবতরণ করবেন সেই সময় তাঁর মধ্যে ও তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে সত্তর হাজার আবরণ থাকবে। আবরণগুলো হবে আলো, অন্ধকার ও পানির আবরণ। পানি অন্ধকারের মধ্যে এমন শব্দ করবে যার ফলে অন্তর কেঁপে উঠবে। (সনদটি মুনকাতি ‘ তথা বিচ্ছিন্ন। তাফসীর ইবনু আবী হাতিম) আর যুহাইর ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর সূত্রে বলেন যে, ঐ মেঘপুঞ্জের ছায়াতল মণি দ্বারা জড়ানো থাকবে এবং তা হবে মুক্তা ও পান্না বিশিষ্ট। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই মেঘমালা সাধারণ মেঘমালা নয়। বরং এটা ঐ মেঘমালা যা তীহ উপত্যকায় বানী ইসরাইলের মস্তকোপরি বিরাজমান ছিলো।

আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ- ه -এর অর্থ হচ্ছে ফিরিশতাগণ মেঘপুঞ্জের ছায়াতলে আসবে এবং মহান আল্লাহ্ যাতে চাবেন তাতেই আসবেন। (তাফসীর তাবারী ৪/২৬৪) কোন কোন পঠনে এটাও আছে যেঃ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ وَالْمَلَائِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ.

‘তারা কি এই অপেক্ষায়ই রয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ তাদের নিকট আগমন করবেন এবং ফিরিশতাগণ মেঘমালার ছায়াতলে আসবে? এটা মহান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীর সাদৃশ্যঃ

﴿وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا﴾

‘যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশতাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে।’ (২৫নং সূরাহ্ ফুরকান, আয়াত নং ২৫)

এখানে উল্লেখিত শব্দগুলো যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগায়। এর ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা কেবলমাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে। সত্যকে না দেখে সে তাকে মানতে প্রস্তুত কি না? আর মেনে নেয়ার পরও তার মধ্যে সত্যকে অমান্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তার আনুগত্য করার মতো নৈতিক শক্তি তার আছে কি না? কাজেই মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ, আসমানী কিতাব অবতরণ এমন কি মুজিযাসমূহের ক্ষেত্রেও বুদ্ধি-বিবেকের পরীক্ষা ও নৈতিক শক্তি যাচাই করার ব্যবস্থা রেখেছেন। কখনো তিনি সত্যকে এমনভাবে আবরণমুক্ত করে দেননি যার ফলে মানুষের পক্ষে তাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকেনি। কেননা এরপর তো আর পরীক্ষার কোন অর্থই থাকে না এবং পরীক্ষায় সাফল্য ও ব্যর্থতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, সেই সময়ের অপেক্ষায় থেকো না যখন আল্লাহ ও তাঁর রাজ্যের কর্মচারী ফেরেশতাগণ সামনে এসে যাবেন। কারণ তখন তো সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। ঈমান আনা ও আনুগত্যের শির অবনত করার মূল্য ও মর্যাদা ততক্ষণই দেয়া হবে যতক্ষণ প্রকৃত সত্য মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে এবং নিছক সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে তার আনুগত্য করে নিজের নৈতিক শক্তির প্রমাণ দেবে। অন্যথায় যখন প্রকৃত সত্য সকল প্রকার আবরণ মুক্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, মানুষ চর্মচক্ষে আল্লাহকে দেখবে, তাঁর মহাপ্রতাপ ও পরাক্রমের

সিংহাসনে সমাসীন, সীমাহীন এ বিশ্ব সংসারের বিশাল রাজত্ব তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হতে দেখবে, ফেরেশতাদের দেখবে আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় এবং মানুষের এ সত্তাকে আল্লাহর প্রচণ্ড শক্তির বাঁধনে একান্ত অসহায় দেখতে পাবে-এসব কিছু চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর যদি কেউ ঈমান আনে ও সত্যকে মেনে চলতে উদ্যত হয় তাহলে তার এ ঈমান আনার ও সত্যকে মেনে চলার আকাংখার কোন দামই নেই। সে সময় কোন পাক্কা কাফের ও নিকৃষ্টতম অপরাধীও অস্বীকার ও নাফরমানি করার সাহস করবে না। আবরণ উন্মোচন করার মুহূর্ত আসার আগে ঈমান আনার ও আনুগত্য করার সুযোগ রয়েছে। আর যখন সে মুহূর্তটি এসে যায় তখন আর পরীক্ষাও নেই, সুযোগও নেই। বরং তখন চূড়ান্ত মীমাংসা ও ফায়সালার সময়।

এসব উপদেশমালা ও সুস্পষ্ট বিধানাবলী আসার পরেও যদি আল্লাহ তা ‘আলা দীন ত্যাগ কর, তাহলে জেনে রেখ আল্লাহ তা ‘আলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

শয়তানের অনুসারীরা অপেক্ষা করে যে, আল্লাহ তা ‘আলা ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ার সাথে তাদের কাছে এসে ফায়সালা করে দেবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা ‘আলাই সবকিছু ফায়সালা করে দিয়েছেন। সবকিছু তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইসলামের সকল বিধান সম্পূর্ণভাবে মাথা পেতে মেনে নেয়া মুসলিমদের আবশ্যক।

২. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্র “। তাই তাকে শত্র “ হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত।

৩. আল্লাহ তা ‘আলা কিয়ামাতের দিন ফায়সালা করার জন্য আসবেন।

৪. তাওবার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা উচিত নয়।

৫. আল্লাহ তা ‘আলা ওপরে আছেন, স্ব-স্বত্ত্বায় সবত্র বিরাজমান নয়। সর্বত্র বিরাজমান থাকলে কিয়ামতের দিন ফায়সালা করার জন্য আসার কোন অর্থ হয়না। আল্লাহ তা ‘আলা স্ব-স্বত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান, এটা বাতিল সম্প্রদায়ের আক্বীদাহ।